Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 28-03-2026 17:25 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১৩ চৈত্র ।। ১৪৩২।। শনিবার ২৮ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৯৬ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

24x7 Emergency Service and Care

মাইক্রো সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

ই.সি.জি.

ইউ.এস.জি

গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি

রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি.

ডিজিটাল এক্স-রে

ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে
অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 /
8967213824 /8637023374 /
8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 28-03-2026 17:25 Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১৩ চৈত্র ।। ১৪৩২।। শনিবার ২৮ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৯৬ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

আজ প্রবল দুর্যোগের আশঙ্কা, কলকাতা সহ একাধিক জেলায় জারি কমলা ও হলুদ সতর্কতা

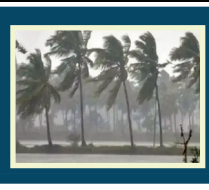

আইপিএল সম্প্রচারের নিষেধাজ্ঞা তুলল বাংলাদেশ, ভারতের সঙ্গে 'সুসম্পর্কে' ক্রিকেট-অস্ত্র তারেকের!

দিল্লি বিমানবন্দরে জারি জরুরি অবস্থা, আচমকাই বন্ধ সমস্ত উড়ান চলাচল

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার টুকলি করছে বিজেপি রানিগঞ্জে দিল্লি দখলের ডাক মমতার

নয়া জামানা ঃ ভোটযুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে প্রশাসনের নতুন অফিসারদের কর্তব্যের পাঠ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার রানিগঞ্জের জনসভা থেকে তাঁর সাফ বার্তা, 'যাদের নতুন পোস্টিং হয়েছে, তাদের বলব, আপনারা রাজ্যের প্রশাসনে আছেন। যদি কাজ করতে চান ভাল করে, তবে মানুষকে দেখুন, আমাকে দেখার দরকার নেই।' বিজেপিকে 'ভ্যানিশ ওয়াশিং মেশিন' কটাক্ষ করে তিনি অভিযোগ করেন, এলাকা চেনা অফিসারদের সরিয়ে দিয়ে বাংলায় বেনামী টাকা ও মাদক ঢোকানোর চক্রান্ত চলছে।নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির আঁতাতের অভিযোগ তুলে নিয়ে এদিন আগাগোড়া আক্রমণাত্মক ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সরাসরি অভিযোগ, বিজেপি পরিচালিত কমিশন এলাকা চেনে এমন অফিসারদের কেরালা বা তামিলনাড়ুতে পাঠিয়ে দিচ্ছে যাতে গুন্ডা ও বুলডোজার ঢোকানো সহজ হয়। রানিগঞ্জের ধসপ্রবণ এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপত্তার স্বার্থে আবাসন প্রকল্পে সরে যাওয়ার আবেদন জানান তিনি। মমতা বলেন, 'মানুষের জীবন দামি। একটা নয়, ২টি ফ্ল্যাট সরকার দেবে, যদি আপনারা শিফট করেন। আমি জোর করছি না, আবেদন করছি।'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা ও এনআরসি ইস্যুতে সরব হয়ে মমতা অভিযোগ তোলেন, বিজেপি মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত করছে। ভোটার তালিকায় নাম বাদ দেওয়া নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, 'মানুষের ভোট কাটার জন্য এসআইআর। ওটাই তোমাদের মৃত্যুবাণ। বাংলার সর্বনাশ করতে গিয়ে দেশের ক্ষমতা হারাবে।' লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যসাথী; রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি কোনো বাধাতেই বন্ধ হবে না বলে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন। মমতা বলেন, 'লক্ষ্মীর ভান্ডার সকলে পায়। বিজেপির রাজ্যে টুকলি করে একটা-দু'টো জায়গায় করে। ফোন থাকলে পাবেন না। স্কুটি থাকলে পাবেন না। মানে ১০ শতাংশও পাবেন। এখানে বাধা নিষেধ নেই। এখানে আমরা দেখি না কে বাউড়ি, কে বাগদী, কে টুডু। সকলের অধিকার।' কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে 'সর্বনাশী' আখ্যা দিয়ে দেশ বিক্রির অভিযোগ তোলেন তৃণমূল নেত্রী।বিজেপির সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে মমতা এদিন বলেন, 'ধর্ম মানে মানবিকতা। একটা আঙুল দিয়ে হাত মুঠো হবে না।' রাম নবমীর মিছিলে অস্ত্র প্রদর্শনের নিন্দা করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, কেন প্রশাসন পদক্ষেপ করছে না? একইসঙ্গে বেহালায় দোকান ভাঙার ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে তিনি বলেন, 'আমি ক্ষমাপ্রার্থী। যে দোকান বুলডোজার চালিয়ে ভেঙেছে, আমি আবার গড়ে দেব। এগুলো আমাদের নির্দেশে হয়নি।' কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রেখে বাংলা থেকে দিল্লি দখলের ডাক দেন মুখ্যমন্ত্রী।এদিন শিল্পায়নের প্রসঙ্গ টেনে মমতা বলেন, 'আমরা ডেউচা পাঁচামি করছি। আসানসোলে সেল গ্যাস কোম্পানিতে ২২ হাজার কোটি বিনিয়োগ হচ্ছে।' ইকোনমিক করিডোর ও শিল্পের প্রসারে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ তুলেও তিনি সোচ্চার হন। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভের বেহাল দশা নিয়ে কেন্দ্রের সমালোচনা করে তিনি আধুনিকীকরণের দাবি জানান।

বঙ্গ ভোটই রুখবে অনুপ্রবেশঃ শাহ

নয়া জামানা ঃ অনুপ্রবেশের দরজা চিরতরে বন্ধ করতে পশ্চিমবঙ্গের ভোটই এখন দিল্লির কাছে তুরুপের তাস। শনিবার কলকাতায় মমতা সরকারের বিরুদ্ধে 'জনগণের চার্জশিট' প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্পষ্ট জানালেন, অসমে অনুপ্রবেশ থমকে গেলেও বাংলার পথ এখনও খোলা। দেশের সুরক্ষার স্বার্থেই এখানে ক্ষমতার পরিবর্তন জরুরি। নিউ টাউনের এক হোটেলে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে শাহ দাবি করেন, বিজেপি এ রাজ্যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে বিঁধে শাহের তোপ, 'অসমে অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়েছে। এখন একটাই রাস্তা বাকি অনুপ্রবেশের। তাই পশ্চিমবঙ্গের ভোট গোটা দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দেশের সুরক্ষা জড়িত এর সঙ্গে।' তাঁর প্রতিশ্রুতি, রাজ্যে বিজেপি সরকার আসার ১৫ দিনের মধ্যেই সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জমি কেন্দ্রকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। তৃণমূলের অপশাসন ও অরাজকতা মুক্তির দাওয়াই হিসেবেই এই নির্বাচনকে দেখছেন তিনি। এ দিন শাহের গলায় আলাদা করে উঠে আসে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নাম। শাহ বলেন, 'বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী গোটা পশ্চিমবঙ্গ সফর করে বাংলার বেহাল দশার কথা জনতার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।' রাজনৈতিক মহলের মতে, শুভেন্দুর ভূমিকার এই বিশেষ উল্লেখ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জনবিন্যাস পরিবর্তন থেকে সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়ার ভয়; সব কিছু থেকে মুক্তি পেতেই এই ভোট বলে মনে করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। মমতা 'ভিক্টিম কার্ড' রাজনীতি করে , অভিযোগ অমিত শাহের । শাহের দাবি, ভোট এলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থ হয়ে জনগনের সহানুভূতি পাওয়ার চেষ্টা করেন। তবে এ বার সেই কৌশল খাটবে না। অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ; অর্থাৎ বিহার, বাংলা এবং ওড়িশায় একই দলের সরকার গড়ার ডাক দিয়েছেন তিনি। অনুপ্রবেশ রুখতে তিনি কড়া সুরে বলেন, 'মমতা যা খুশি অভিযোগ আনতে পারেন। কিন্তু অনুপ্রবেশকারীদের আমরা বার করবই।'

ফের নিশি রাতে তৃতীয় তালিকা, নাম-বাদে ফের 'চুপ' কমিশন

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ তৃণমূলনেত্রীর তীক্ষ্ণ আক্রমণের আবহেই ফের গভীর রাতে দ্বিতীয় অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার রাতে এসআইআর প্রক্রিয়ায় 'বিবেচনাধীন' ভোটারদের এই নয়া তালিকা সামনে এলেও ধোঁয়াশা কাটল না। কতজনের আবেদন মঞ্জুর হল আর ঠিক কতজন বাদ পড়লেন, সেই স্পষ্ট খতিয়ান এ বারও মেলেনি। গত সোমবারের পর শুক্রবার, এনিয়ে মোট তিনটি তালিকা প্রকাশ্যে এল। তবে তথ্যের পূর্ণাঙ্গ পরিসংখ্যান ঘিরে কমিশনের নীরবতা অব্যাহত। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর শুক্রবার বিকেলে জানিয়েছিল, ৫টা পর্যন্ত বিচারকদের দেওয়া তথ্য 'প্রসেস' করতে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগবে। সেই মতো মধ্যরাত পেরোতেই বুথভিত্তিক তালিকা আপলোড করা হয়। গত ২৩ মার্চ প্রথম অতিরিক্ত তালিকায় প্রায়

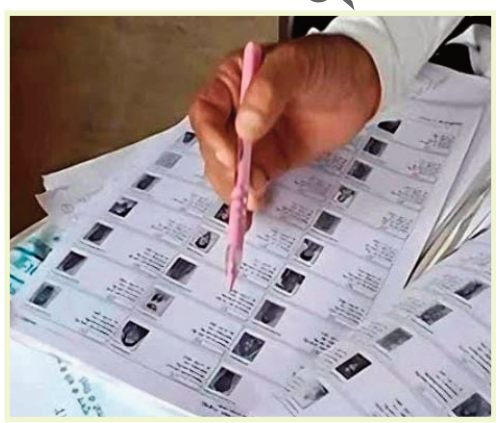

২৭ লক্ষ নাম ছিল। কমিশনের দাবি অনুযায়ী, সেখানে প্রায় ৪০ শতাংশ নাম বাদ পড়েছে। কিন্তু শুক্রবারের তালিকায় ঠিক কতজনের নাম নয়া সংজোযিত হল বা বাদের পাল্লা কতটা ভারী, তা নিয়ে সরাসরি কোনও সংখ্যা জানায়নি কমিশন। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের সময় ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জন ভোটার বিবেচনাধীন ছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ৭০৫ জন বিচারকের পর্যবেক্ষণে সেই তালিকার নিষ্পত্তি চলছে ধাপে ধাপে। সোমবার রাতে প্রথম অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশের সময়কে কটাক্ষ করে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'মধ্যরাতে' তালিকা প্রকাশ করা হচ্ছে। সেই রাজনৈতিক বিতর্কের মাঝেই এল তৃতীয় দফার এই তালিকা। বুথভিত্তিক দু'টি ভাগে এই তালিকায় নাম থাকা ও বাদ পড়া ভোটারদের তথ্য দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে ভোটার জট পুরোপুরি কাটার অপেক্ষায় রাজ্যবাসী।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 28-03-2026 17:25 Page 3

মার্কিন মুলুকে হু হু করে ছড়াচ্ছে করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্ট !

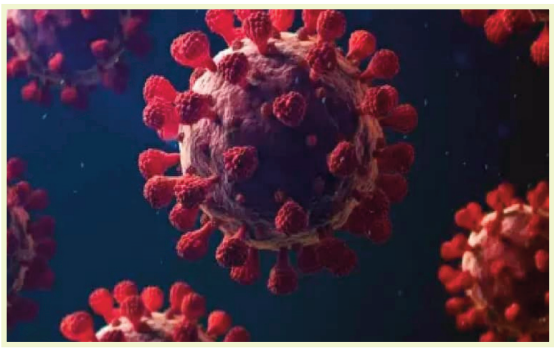

নয়া জামানা ডেক্স ঃ করোনা কালের আতঙ্ক এখনও কাটেনি। ২০২০ সালের মার্চ মাসেই ছড়িয়ে পড়ে ভাইরাসের ঢেউ। ছ'বছর বাদে, মার্কিন মুলুকে চিন্তা বাড়াচ্ছে সেই ভাইরাসেরই নয়া ভ্যারিয়েন্ট। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম সূত্রে খবর তেমনটাই।তথ্য, বিএ ৩-২ বা সিকাডা কোভিডের-১৯ এর নতুন একটি ভ্যারিয়েন্ট যা ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যান্য কয়েকটি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ২০২৪-এ নভেম্বর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম ধরা পড়ে বলে জানা গিয়েছে। তারপর ২০২৫-এর জুন মাসে প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সান ফ্রান্সিসকো আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে,নেদারল্যান্ড থেকে ফিরে আসা এক পর্যটকের মধ্যে কোভিডের এই ভ্যারিয়েন্ট ধরা পড়ে। সিডিসি-এর মতে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত ২৫ টি রাজ্যে এই ভ্যারিয়েন্ট বিএ ৩-২-এর সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে ২০টি দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে এই ভ্যারিয়েন্টের সংক্রমণ। বর্তমানে এটি ডেনমার্ক, জার্মানি ও নেদারল্যান্ড-সহ ইউরোপের বিভিন্ন অংশে সংক্রমণ বাড়াচ্ছে, তথ্য তেমনটাই। এটি গত বছরের শেষের দিকে বিশ্বের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে আস্তে আস্তে। এই ভ্যারিয়েন্টের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুতহারে। ফলে হাসপাতালে রোগীদের ভিড় বাড়ছে দিনে দিনে। যদিও সংক্রমণ দ্রুতহারে হলেও, মৃত্যুর হার চিন্তার নয়, তথ্য তেমনটাই। প্রতিবেদনে উল্লিখিত, বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, এই ভ্যারিয়েন্টটি অন্যান্য ভাইরাসের থেকে আলাদা কারণ এর মিউটেসান অর্থাৎ গঠনে অনেক পরিবর্তন লক্ষ করেছেন তাঁরা। বিশেষ করে স্পাইক প্রোটিনের অংশে অনেক পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। এই স্পাইক প্রোটিন হল ভাইরাসের সেই বিশেষ অংশ যা মানুষের শরীরে কোষের মধ্যে ঢুকে পড়ে সংক্রমণ ঘটায়। এই স্পাইক প্রোটিন-এ ৭০-৭৫ মিউটেসন থাকায় বিএ ৩-২ জিনগতভাবে জে এন ১ এবং এলপি ৮-১ এর মতো ধরণগুলিকে লক্ষ করে বর্তমানে কোভিড ভ্যাক্সিনগুলি তৈরি করা হয়েছে। বিএ ৩-২ ধীরে ধীরে ছড়াচ্ছে। বিএ ৩-২-এ পরিবর্তিত গঠন থাকা সত্ত্বেও মানুষকে আরও অসুস্থ করে তুলছে। এর লক্ষণগুলি হল-কাশি

জ্বর বা কাঁপুনি গলা ব্যথা নাক বন্ধ থাকা শ্বাসকষ্ট গন্ধ বা স্বাদের অনুভূতি হারানো ক্লান্তি মাথাব্যথা পাকস্থলির সমস্যা ডিসেম্বর ২০২৫ এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানায়, বিএ ৩-২, এটি ভ্যারিয়েন্টের এমন একটি ধরণ যেটির উপর নজর রয়েছে বিশেষজ্ঞদের।

এর অস্বাভাবিক মিউটেশন প্রোফাইল এবং এর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার কারণ নিয়েও নানা আলোচনা চলছে বিশেষজ্ঞ মহলে।

এবার দূরে বসেই প্রিয়জনের সঙ্গে বাস্তবের 'উষ্ণতা' !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ লং ডিসট্যান্স রিলেশনশিপ বা দূরত্বের সম্পর্কে থাকা প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য বড় আক্ষেপের জায়গা হলো ছোঁয়া বা স্পর্শের অভাব। ভিডিও কলে মুখ দেখা গেলেও প্রিয়জনের সান্নিধ্য পাওয়া সম্ভব হয় না। তবে সেই আক্ষেপ মেটাতেই এবার চিনের এক স্টার্টআপ সংস্থা নিয়ে এসেছে এক অদ্ভুত ডিভাইস, যার নাম; এম ইউএ এটি এমন এক প্রযুক্তি যা ব্যবহার করে বহুদূরে থাকা দুজন মানুষ একে অপরকে সরাসরি 'চুমু' পাঠাতে পারবেন। এই যন্ত্রটি মূলত স্মার্টফোনের চার্জিং পোর্টে সংযুক্ত করতে হয়। এর প্রধান আকর্ষণ হল সামনের অংশে থাকা নরম সিলিকন দিয়ে তৈরি কৃত্রিম ঠোঁট। যখন একজন ব্যবহারকারী এই সিলিকন ঠোঁটে চুমু দেন, তখন ভেতরে থাকা বিশেষ সেন্সরগুলো সেই চুমুর চাপ, গতিবিধি এবং তীব্রতা নিখুঁতভাবে রেকর্ড করে নেয়। ব্লুটুথ এবং অ্যাপের মাধ্যমে সেই তথ্য মুহূর্তেই পৌঁছে যায় অন্য প্রান্তে থাকা সঙ্গীর ডিভাইসে। ফলে সঙ্গী যখন নিজের ডিভাইসের সিলিকন ঠোঁটে স্পর্শ করেন, তখন তিনি ঠিক আগের ব্যক্তির দেওয়া চুমুর চাপ এবং অনুভূতিটিই ফিরে পান। এমনকি মানুষের ঠোঁটের স্বাভাবিক উষ্ণতাও নকল করতে পারে এই যন্ত্রটি। এই অভিনব উদ্ভাবনের নেপথ্যে রয়েছে এক বিরহের গল্প। বেইজিং ফিল্ম অ্যাকাডেমির ছাত্র ঝাও জিয়ানবো করোনা লকডাউনের সময় তার প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে পারছিলেন না। সেই দূরত্ব ঘোচাতেই তিনি এমন কিছু তৈরির কথা ভাবেন যা স্পর্শের অনুভূতি বয়ে আনবে। সেই চিন্তা থেকেই জন্ম নেয় এই 'কিসিং মেশিন'। বাজারে আসার মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যেই ৩ হাজারেরও বেশি মানুষ এটি কিনে নিয়েছেন এবং ২০ হাজারেরও বেশি অর্ডার ইতিমধ্যে জমা পড়েছে। চিন দেশের বাজারে এই যন্ত্রটির দাম রাখা হয়েছে প্রায় ২৬ মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২,২০০ টাকা)। প্রযুক্তির এই চরম উৎকর্ষ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কেউ একে 'অদ্ভুত' বলে মজা করছেন, আবার অনেকে বলছেন; ভিডিও কলের যুগে এটিই হতে যাচ্ছে ভালোবাসার নতুন ভাষা। বিরহী প্রেমিক-প্রেমিকাদের কাছে এই যন্ত্রটি যে এক বড় প্রাপ্তি, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

শুলেই মিলবে নগদ টাকা !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ আজকের এই যান্ত্রিক যুগে দু-দণ্ড শান্তিতে ঘুমানোর সময় কোথায়? কর্মব্যস্ততা আর স্মার্টফোনের নীল আলোয় যখন মানুষের রাতের ঘুম উধাও, তখন চিনের সাংহাইয়ে শুরু হয়েছে এক অদ্ভুত কিন্তু আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা। যেখানে প্রাণভরে ঘুমানোর জন্য আপনাকে মোটা অঙ্কের পুরস্কার দেওয়া হবে। গত ২১শে মার্চ 'বিশ্ব নিদ্রা দিবস' উপলক্ষে সাংহাইয়ের নির্জন ও সবুজঘেরা চোংমিং দ্বীপের দংপিং ন্যাশনাল ফরেস্ট পার্কে এই 'স্লিপ-ইন-দ্য-ফরেস্ট' প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা হয়েছে।১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী সুস্থ প্রাপ্তবয়স্করা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারছেন। তবে নিয়মগুলো বেশ কড়া। অংশগ্রহণকারীদের খোলা আকাশের নিচে গহীন অরণ্যে বিছানো গদিতে শুয়ে থাকতে হবে সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিট পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সময়ে কোনও মোবাইল ফোন, গ্যাজেট বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করা চলবে না। এমনকি নিজেদের মধ্যে কথা বলা, খাওয়া-দাওয়া বা বিছানা ছেড়ে ওঠাও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেউ যদি মাঝপথে বসে পড়েন বা বিছানা ছেড়ে উঠে যান, তবে তিনি সরাসরি প্রতিযোগিতা থেকে বাদ পড়বেন।শুধুমাত্র চোখ বুজে শুয়ে থাকলেই হবে না, প্রতিযোগীদের ঘুমের মান যাচাই করা হচ্ছে অত্যাধুনিক ট্র্যাকিং যন্ত্রের মাধ্যমে। কার হৃদস্পন্দন কেমন, কে কত দ্রুত গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন;সবকিছুর ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হচ্ছে স্কোর। যার ঘুমের মান সবচেয়ে ভালো হবে, তিনি পাবেন ৩,০০০ ইউয়ান (প্রায় ৩৫-৩৬ হাজার টাকা)। এছাড়া দ্রুততম সময়ে ঘুমানোর জন্য রয়েছে ২,০০০ ইউয়ানের আলাদা পুরস্কার। বাকি সফল অংশগ্রহণকারীদের জন্য থাকছে ১০,০০০ ইউয়ানের একটি বিশেষ প্রাইজ পুল।সাংহাইয়ের মতো মেগাসিটিতে কাজের প্রবল চাপ আর ডিজিটাল আসক্তির কারণে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে অনিদ্রা এক বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আয়োজকদের মতে, দূষণমুক্ত বাতাসে প্রকৃতির কোলে শুয়ে থাকা মানুষের ফুসফুসকে সতেজ করার পাশাপাশি মানসিক প্রশান্তি দেবে। শহরবাসীকে একটু 'ডিজিটাল ডিটক্স' করার সুযোগ দিতেই এই অভিনব আয়োজন। চিনা সোশ্যাল মিডিয়ায় এই প্রতিযোগিতা নিয়ে ইতিমধ্যেই শোরগোল পড়ে গেছে। অনেকেই মজার ছলে বলছেন, এমন শান্তির ঘুমের জন্য উল্টো টাকা পাওয়া তো এক পরম সৌভাগ্য!

এই জিনিস ব্যবহারেই ক্রমশ কমতে পারে শুক্রাণু

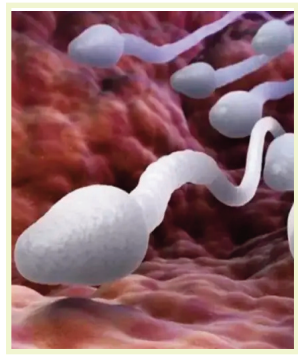

নয়া জামানা ডেক্স ঃ আজকাল কর্মব্যস্ততার জীবন, ভুল খাদ্যাভ্যাস, শরীরচর্চায় অনিয়ম সহ একাধিক কারণে অল্প বয়সেই জাঁকিয়ে বসছে বিভিন্ন অসুখ, প্রভাব পড়ছে প্রজনন ক্ষমতাতেও। একইসঙ্গে রোজকার এমন কিছু অভ্যাস রয়েছে যা যৌনস্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলে। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, দীর্ঘ সময় ধরে পলিয়েস্টার কাপড়ের অন্তর্বাস পরলে তা পুরুষদের প্রজনন ক্ষমতার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। বিজ্ঞানীরা ১৪ জন সুস্থ পুরুষকে নিয়ে একটি পরীক্ষা করেন। তাঁদের ১২ মাস ধরে একটি বিশেষ পলিয়েস্টার স্লিং অর্থাৎ এক ধরনের কাপড়ের বেল্ট পরতে বলা হয়। এই সময়ে নিয়মিতভাবে তাঁদের বীর্যের গুণমান, শুক্রাণুর সংখ্যা, হরমোনের মাত্রা এবং অণ্ডকোষের অবস্থা পরীক্ষা করা হয়। গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল, কাপড়ের মতো সাধারণ একটি জিনিস কি সত্যিই শরীরের ভেতরের গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে? বিশেষ করে শুক্রাণু তৈরির প্রক্রিয়া, যাকে স্পার্ম প্রোডাকশন বলা হয়। গবেষণায় একটি চমকপ্রদ বিষয় সামনে আসে। দেখা যায়, অংশগ্রহণকারীদের শরীরে প্রজনন সংক্রান্ত হরমোন যেমন টেস্টোস্টেরন একেবারে স্বাভাবিক ছিল। অর্থাৎ শরীরের হরমোনে কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু তারপরও অনেকের ক্ষেত্রে শুক্রাণুর সংখ্যা কমে যায়। অর্থাৎ সমস্যা হরমোনের কারণে নয়। তাহলে সমস্যা কোথায়? বিজ্ঞানীরা বলছেন, এটি 'লোকাল' বা নির্দিষ্ট জায়গার সমস্যা। পলিয়েস্টার কাপড় সাধারণত তাপ বেশি ধরে রাখে এবং বাতাস চলাচল কম হতে দেয়। ফলে অণ্ডকোষের তাপমাত্রা বেড়ে যেতে পারে। শুক্রাণু তৈরির জন্য অণ্ডকোষের তাপমাত্রা শরীরের বাকি অংশের তুলনায় একটু কম থাকা দরকার। তাপমাত্রা বেড়ে গেলে এই প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। এছাড়া, পলিয়েস্টার কাপড়ে নড়াচড়া কিছুটা কম হয় এবং এতে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক চার্জও তৈরি হতে পারে। এই সবকিছু মিলিয়ে অণ্ডকোষের ভেতরের পরিবেশ বদলে যায়, যা সরাসরি শুক্রাণু তৈরির ওপর প্রভাব ফেলে।আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আমাদের শরীরের কিছু কোষ খুব দ্রুত তৈরি হয়, যেমন শুক্রাণু। এই ধরনের কোষ আশপাশের পরিবেশের পরিবর্তনে খুব তাড়াতাড়ি প্রতিক্রিয়া দেখায়। তাই ছোট পরিবর্তনও বড় প্রভাব ফেলতে পারে।তবে এই প্রভাব স্থায়ী নয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পলিয়েস্টার ব্যবহার বন্ধ করার পর ধীরে ধীরে শুক্রাণুর সংখ্যা আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে। অর্থাৎ সমস্যাটি উল্টে দেওয়া সম্ভব। সবমিলিয়ে এই গবেষণা বলছে, শুধু হরমোন নয়, পোশাক, তাপমাত্রা এবং দৈনন্দিন অভ্যাসও পুরুষের প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর বড় প্রভাব ফেলে। তাই এই বিষয়গুলোও গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 28-03-2026 17:25 Page 4

ছাপ্পা রুখতে 'জিরো টলারেন্স' নীতি জেলাশাসকের

সাজাহান আলি , নয়া জামানা , দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে ১০০ বুথে সশস্ত্র পুলিশ বা বাহিনী নিযুক্ত থাকবে । মোট ছটি বিষয়ের উপর যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে এবারের নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত করার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ মিটিং অনুষ্ঠিত হয় জেলাশাসকের দপ্তরে।এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা নির্বাচনী আধিকারিক ডিইও তথা জেলাশাসক বালা সুব্রামানিয়ান টি এবং প্রশাসনের সমস্ত স্তরের শীর্ষ আধিকারিকেরা । বিধানসভা নির্বাচন বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সভা শেষে শুক্রবার সন্ধ্যা নাগাদ জেলা শাসক বালুরঘাটে তার দপ্তরে এক সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করেন । এখানে তিনি এখানে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ ও নির্বাচন কমিশনের দেওয়া নিয়মাবলী সম্পর্কে সাংবাদিকদের অবহিত করেন । দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নির্বাচনী আধিকারিক ডিইও তথা জেলা শাসক বালা সুব্রামানিয়ান টি এদিন প্রেস মিট করে জানান , নির্বাচন কমিশনের তরফে বিধানসভা নির্বাচনকে অবাধ, ভীতি মুক্ত , শান্তিপূর্ণ করার জন্য ছয়টি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে । সেগুলি এদিনের সভায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে জানিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । জেলা নির্বাচনী আধিকারিক পরিষ্কার বলেন , এবারের বিধানসভা নির্বাচনে জেলার প্রায় ১৩০০ বুথের প্রত্যেকটিতে সশস্ত্র কেন্দ্রীয় বাহিনী নিযুক্ত করা হবে । প্রতিটি বুথে ওয়েব কাস্টিং এর ব্যবস্থা থাকবে অর্থাৎ সিসি ক্যামেরার নজরদারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে । এক্ষেত্রে মাত্র ৫ মিনিটও যদি কোন বুথে ভোটগ্রহণ চলাকালীন সিসি ক্যামেরা বন্ধ থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে । জেলাশাসক আরও বলেন , এবারে বুথ জ্যাম , ছাপ্পা ভোট বা নির্বাচনবিধি বহির্ভূত কোন ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না। নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন অনুযায়ী আগামী ২৩ এপ্রিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে । জেলা শাসক জানান , শুক্রবার বালুরঘাট ডিএম অফিসের সামনে থেকে এক সরকারি সাইকেল র‍্যালি বের করা হয়। এর উদ্দেশ্য , এবারের নতুন ভোটার সহ অন্যান্যদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় তথা নির্বাচনে ভোট দানের বিষয়ে সকলকে সচেতন ও অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা । এদিন থেকে জেলায় ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে । জেলা নির্বাচনী আধিকারিক এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন , যে সমস্ত ভোট কর্মীর নাম বিচারাধীন তালিকায় রয়েছে তারা ভোট কর্মী হিসেবে কাজ করতে পারবেন না। তিনি বলেন , এই জেলায় এরকম ভোট কর্মীর সংখ্যা মাত্র একজন । এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানিয়ে দেন । জেলা নির্বাচনী আধিকারিক আরো বলেন , যে সমস্ত ভোটারের নাম সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট এ বাতিল হিসেবে দেখানো হয়েছে তারা ট্রাইবুনালের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নথি সহ পুনরায় আবেদন করতে পারবেন । এক্ষেত্রে অনলাইনে আবেদন করা যাবে।

যারা অনলাইন করতে পারবেন না তাদের জন্য জেলা শাসকের দপ্তরে ইতিমধ্যেই আবেদন পত্র নেওয়া শুরু হয়েছে।নির্বাচন কমিশন যেহেতু এই আবেদনপত্র গ্রহণের কোনো সময়সীমা বেঁধে দেননি তাই এই পদ্ধতি চালু থাকবে বলে জেলা শাসক জানান।তিনি আরও বলেন , নির্বাচনের আগে লাইসেন্সধারী যে সমস্ত বন্দুক এই জেলায় রয়েছে সেগুলি জমা নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে।এ পর্যন্ত জেলায় অভিযান চালিয়ে চারটি অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে বলে তিনি জানান। তবে বড় ধরনের কোন অস্ত্র উদ্ধার বা অর্থ উদ্ধারের ঘটনা এখনও পর্যন্ত ঘটেনি বলে জেলা শাসক মন্তব্য করেন ।

অভিষেকের সভা ঘিরে কর্মীদের তুঙ্গে উন্মাদনা

বাবলু রহমান,নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজগঞ্জ কেন্দ্র জুড়ে জোরকদমে প্রচারে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী স্বপ্না বর্মনের সমর্থনে আগামী ১ এপ্রিল এক বিরাট জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। ওইদিন দুপুর দুটার সময় রাজগঞ্জের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সুদামগঞ্জ এলাকার একটি মাঠে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় উপস্থিত থাকার কথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর। এই জনসভাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে। সভার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব মাঠ পরিদর্শনে যান। উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতারাও। জানা গেছে, সভাকে সফল করতে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে এবং অন্তত ৪০ থেকে ৫০ হাজার মানুষের সমাগমের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। এক স্থানীয় নেতা জানান, ২৩ এপ্রিল জলপাইগুড়ি জেলার ভোটকে সামনে রেখে এই সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা চাই এই সভার মাধ্যমে রাজগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় তৃণমূলের শক্তি আরও সুদৃঢ়ভাবে তুলে ধরতে। তিনি আরও বলেন, গতকাল মাঠ পরিদর্শন হলেও আমি কলকাতায় থাকায় আসতে পারিনি। আজকে সকল নেতৃত্বকে নিয়ে আবার মাঠ পরিদর্শন করা হলো। আগামীকাল বেলাকোবার দেবীচৌধুরী হলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডাকা হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কীভাবে মানুষ আনা হবে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। উল্লেখ্য, রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র বরাবরই রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ফলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সফরকে ঘিরে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই জনসভা আসন্ন নির্বাচনে বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

বাড়ির পেছন থেকে মুন্ডুহীন দেহ উদ্ধার

নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ কয়েক ঘণ্টা আগেও সব ঠিক ছিল, কিন্তু তার মধ্যেই যে এই দৃশ্য দেখতে হবে তা ভেবে এখনও শিউরে উঠছেন পরিবারের সদস্যরা। বৃদ্ধার মাথা কেটে নিয়ে চলে গেল দুষ্কৃতীরা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল জলপাইগুড়ি বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চরচন্ডী গ্রামে। মৃত মহিলার নাম সমিজা খাতুন (৭৩)। ঘটনায় স্বভাবতই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। এসেছে পুলিশ। এসেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীও।

ঘটনার পর থেকেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি এই শান্ত গ্রামে। ফলে আতঙ্কের পাশাপাশি ক্ষোভও বাড়ছে মানুষের মধ্যে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে হঠাৎই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে, এবং দ্রুত ঘটনাস্থলে ভিড় জমে যায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, শনিবার সকালে মাকে চা দিতে গিয়ে ঘরে খুঁজে পাননি ছেলে ইউসুফ আলী। এরপর আশপাশে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর বাড়ির পিছনের একটি ফাঁকা জায়গায় পড়ে থাকতে দেখা যায় সমিজা খাতুনের দেহ। এই ঘটনায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা।পুলিশ প্রাথমিকভাবে অনুমান করছে, পরিকল্পিতভাবেই এই অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। ঘটনাস্থল ঘিরে রেখে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং ফরেনসিক দলকে খবর দেওয়া হয়েছে। আশপাশের এলাকা থেকে বিভিন্ন তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহ করা হচ্ছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত শত্রুতা, পারিবারিক বিবাদ কিংবা সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনও বিরোধ;সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার সূত্র খোঁজার চেষ্টা চলছে। খবর চাউর হতেই এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পাশাপাশি মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীও। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। কী কারণে এই নৃশংস খুন, কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ব্যক্তিগত শত্রুতা, সম্পত্তির কারণে বিবাদ না অন্য কোনও কারণে এই ঘটনা তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। কথা বলা হচ্ছে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও। পিছনে কোনও পরিচিত নাকি কোনও পরিজনের হাত রয়েছে তা ভাবাচ্ছে পুলিশকে। এদিকে প্রকাশ্যে দিবালোকে এ ঘটনায় স্বভাতই তীব্র আতঙ্কের সঞ্চার হয়েছে এলাকার বাসিন্দাদের মনে। দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিও উঠেছে।

গাছের ডাল ভেঙ্গে মৃত্যু পুলিশকর্মী, আহত আরও তিন

নয়া জামানা, মেদিনীপুর ঃ ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ডিউটিরত এক কনস্টেবলের মৃত্যু হয় , গুরুতর আহত আরও তিন পুলিশকর্মী। শুক্রবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গুরগুড়িপাল থানার অন্তর্গত সারেঙ্গাশোল এলাকায় পুলিশের টহলদারি গাড়ির উপর গাছ ভেঙে পড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত কনস্টেবলের নাম সন্তোষ ছেত্রী (৫৯)। অবসরের আর মাত্র এক মাস বাকি থাকতেই তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ পুলিশ মহল।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এএসআই অপূর্ব পাত্র, কনস্টেবল সন্তোষ ছেত্রী, কনস্টেবল সৌরভ সাউ এবং সিভিক ভলান্টিয়ার সুশান্ত পাত্র ডিউটি শেষে গাড়িতে করে গুরগুড়িপাল থানায় ফিরছিলেন। সেই সময় আচমকা প্রবল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়। সারেঙ্গাশোল এলাকায় পৌঁছতেই রাস্তার ধারে একটি বড় গাছ ভেঙে সরাসরি গাড়ির উপর পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ভিতরে থাকা চারজনই গুরুতরভাবে আহত হন।স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজে হাত লাগান এবং আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসকরা কনস্টেবল সন্তোষ ছেত্রীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত সৌরভ সাউয়ের অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতার একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অন্যদিকে এএসআই অপূর্ব পাত্র এবং সিভিক ভলান্টিয়ার সুশান্ত পাত্র পশ্চিম মেদিনীপুরের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই হাসপাতালে যান জেলার পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা এবং আহতদের চিকিৎসার অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ নেন। প্রশাসনের তরফে মৃতের পরিবারকে সমবেদনা জানানো হয়েছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 28-03-2026 17:25 Page 5

ডাল্লে খুরসানি

উত্তরবঙ্গ মজে রয়েছে এই লঙ্কার ঝাঁঝে

জিভের স্বাদে বাঙালির জুড়ি মেলা ভার। কখনও মিষ্টি, কখনও টক, কখনও নোনতা আবার কখনও বা ঝাল! সবেতেই বেশ রসিয়ে কষিয়ে গল্প জমে বাঙালির হেঁশেলে। শুধু যে গল্প জমে তাই নয়, জমে যায় রান্নাটাও। জমে যাওয়া এই স্বাদ নিয়ে বাঙালির গর্বেরও শেষ নেই। দার্জিলিং বা কালিম্পঙের মানুষ ডাল্লে বলেই ডাকেন। ২০২১ সালেই বাংলার এই দুই জেলা ডাল্লে লঙ্কার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের জি.আই তকমা পায়। কিছুদিন আগেই ওড়িশার সঙ্গে রীতিমতো লড়ায় করেই জিআই এর তকমা ছিনিয়ে এনেছে বাংলা। বাংলার রসগোল্লা বিশ্বসেরা। তবে শুধু মিষ্টিমুখেই আশ মেটেনা বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্যের। মিষ্টির পর এবার ঝাল স্বাদেও শিরোপা জিতলো বাংলার দুই জেলা। ভালো নাম; ডাল্লে খুরসানি । তবে দার্জিলিং বা কালিম্পঙের মানুষ ডাল্লে বলেই ডাকেন। ২০২১ সালেই বাংলার এই দুই জেলা ডাল্লে লঙ্কার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের জি.আই তকমা পায়। এর আগে প্রতিবেশী রাজ্য সিকিমও একই ভাবে ডাল্লে উৎপাদনের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। 'ডাল্লে' কথাটির অর্থ ঝাল। তবে বাংলার এই লঙ্কা শুধু ঝালের জন্যেই বিখ্যাত, তাই নয়। ঝাঁজ, স্বাদ এবং গন্ধেও মন মাতাতে পারে বাঙালির। তবে ঝালের দিক থেকে বিশ্বসেরা তকমা অর্জন করেছে নাগাল্যান্ড। কিন্তু বাংলার পাহাড়ি ডাল্লেও কোনও অংশে কম যায় না। পাহাড়বাসীর খাদ্য তালিকার পাশাপাশি, টোটকা-চিকিৎসার তালিকাতেও ডাক পড়ে ডাল্লে লঙ্কার। কাটা ঘায়ে নাকি ঝাল ডাল্লে দিলে অনেক উপকার পাওয়া যায়।

আবার পেটের অসুখেও ব্যাকটেরিয়া মেরে ফেলতে এই লঙ্কার জুড়ি মেলা ভার। শুধু তাই নয়, মানুষের প্রচলিত সংস্কারেও বেশ পাকাপাকি জায়গা রয়েছে ডাল্লে লঙ্কার। বাড়িতে সব সময় ডাল্লে লঙ্কা রেখে দিলে নাকি সংসারের মঙ্গল হয় এমনটাও বিশ্বাস করেন অনেক পাহাড়বাসী। প্রধানত পাহাড়ি এলাকায় চাষ হয় ডাল্লে লঙ্কা। দার্জিলিং এবং কালিম্পং-এ পাওয়া যায় ডাল্লে আচার। পাশাপাশি এখানকার স্থানীয়রা তাঁদের রান্নাতেও ব্যবহার করেন একে। লঙ্কার বিশেষ চাহিদা রয়েছে পর্যটকদের মধ্যেও। তাঁরাও কিনে নিয়ে আসেন লঙ্কা এবং আচার। স্বাদে যেমন অনন্য, সেরকম দামের অঙ্কেও সবার থেকে এগিয়ে ডাল্লে লঙ্কা। দার্জিলিং, কালিম্পঙে শহরের বাজারে ৩০০-৫০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয় ডাল্লে। শুধু স্বাদের জন্যই নয়, এই লঙ্কায় উপকারি উপাদানও অনেক আছে বলে জানা যায়। ভিটামিন এ, ই ছাড়াও এতে রয়েছে সোডিয়াম ও পটাশিয়াম। ১০০ গ্রাম ডাল্লে খুরসানিতে ২৪০ মিলিগ্রাম ভিটামিন থাকে। যেটা নাকি কমলালেবুর চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি। ডাল্লের এত নাম হলেও পাহাড় থেকে তা অন্যত্র পাঠানোর পরিকাঠামো এখনও সে ভাবে গড়ে ওঠেনি। তবে স্বীকৃতি যে কাজে গতি এনে দেয় সেকথা মানতেই হয়। স্বাদ কিংবা ঝাঁঝে সেরা তো ছিল আগেই কিন্তু একটা 'জি আই' তকমা যেন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে চাহিদা। আর সেই চাহিদার কথা মাথায় রেখেই দার্জিলিং এবং কালিম্পঙের চাষিরা অন্যান্য সবজির সঙ্গে কিছু পরিমাণ করে হলেও ডাল্লে উৎপাদন করছেন। পাশাপাশি কলকাতাতেও যাতে রপ্তানি করা যায় বাংলার পাহাড়ি ডাল্লেকে, সে দিকেও নজর রাখছে বিভিন্ন ছোটো বড়ো সংস্থা।

সর্বোপরি, বাংলার স্বাদের জমানায়, 'ডাল্লে খুরসানিই' যে ঝাঁঝালো সদস্য হিসেবে মন জয় করে নিয়েছে, এ কথা স্বীকার করতেই হয়। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।